## 3.3-Research Publication

### 3.3.1 Number Of Research Papers Published Per Teacher In The Journals Notified On UGC Care List During The Last Five Year(2018-2023)

| Sl No | Name Of Teacher | Department Of the Teacher | Name Of Journal | Title Of Paper | Title Of Book | Name Of The Publisher | Year Of Publication | Link To Website Of The Journal | ISSN Number | ISBN Number | Pear List Journal (Yes/No | Individual Or Jointly | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raisha Rahaman | Bengali | | "Ratri" Kabitay Jibanananander Ashabad | Prabahoman Bangla charcha chapter-6(First - phase) | Prabahoman Bangla charcha | 24.12.2022 | | 978-93-5777-181-8 | | | Individual | |
| | Raisha Rahaman | Bengali | A Peer - Reviewed International Multidisciplinary Academic Journal | Bangala Uponyaser Onnyanyo Promila Goyenda Bonam Suchitra Bhattacharyaer Mitin Masi | | Uddalak | January-jun 2023 | | 2320-9275 | | yes | Individual | |

Principal
Al-Ameen Memorial Minority College
Jogibattala, Baruipur, Kol.-145

৬

প্রথম পর্যায়ে

# প্রবহমান বাংলাচর্চা

বসিরহাট কলেজের বাংলা বিভাগ ও আইকিউএসি এবং
প্রবহমান বাংলাচর্চার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত
একদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ সংকলন

(প্রথম পর্যায়)

# সূচিপত্র

ভূমিকা iii

## প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

রাঢ়ের দেবতা ধর্মঠাকুর : আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে বীরভূম
অরূপ চক্রবর্ত্তী ১৫

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের ভাষাশৈলী অনুসন্ধান
আবদুল্লা রহমান ২৩

বাউল গানে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ
জয়শ্রী রায় ৩৪

বাংলা তথা ভারতের মাতৃসাধনার ইতিকথা
একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক বিশ্লেষণ
তনুময় কোলে ৪৫

বৈরাগ্যে, ঔদাসিন্যে স্বেচ্ছায় বিস্মৃতপ্রায় রামানন্দ যতি
দীপায়ন পাল ৫৪

কাশীরাম দাস অনূদিত মহাভারতে মানবতাবাদ
নন্দ কুমার পাখিড়া ৫৯

কবিকঙ্কণ-এর কালকেতু পালা : পরিবেশ প্রসঙ্গ
শুচিস্মিতা পান ৬৮

পালাগান হিসেবে : বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ বা মনসার পাঁচালী
সুনীলকুমার রায় ৭৪

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না ও উপেক্ষিতা নারী :
আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান
সুস্মিতা ঘোষ ৯২

## কাব্য-কবিতা

কবিতা সিংহের 'সহজ সুন্দরী' : লোকোপাদানের আলোকে
উপানন্দ ধবল ১০০

পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার কবিতার নির্মাণ কৌশল
কার্তিক নাগ ১০৯
আধুনিক কবিতায় বিরহ চেতনা
কেয়া মুস্তাফী ১১৯
'কথামানবী' : স্বতন্ত্র চেতনায় ঋদ্ধ নারীর জীবন্ত বাক্‌প্রতিমা
তাপস পাল ১২৪
নয়ের দশকের কবি ও কবিতা :
যশোধরা রায়চৌধুরীর কলমে সমসময়ের প্রতিচ্ছবি
পারমিতা ব্যানার্জি (সিনহা) ১৩৩
দেশপ্রেমের আলোকে দুই বাংলা :
প্রেক্ষিত শঙ্খ ঘোষ ও শামসুর রাহমানের নির্বাচিত কবিতা
পৌলোমী রায় ১৪২
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় সমাজ ভাবনা
মোঃ মাফিকুল ইসলাম ১৫০
'রাত্রি' কবিতায় জীবনানন্দের আশাবাদ
রাইসা রহমান ১৫৮
বাংলাদেশের আটের দশকের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি
রিয়া ঢোল ১৬৭
আত্মানুসন্ধানী কবি জয় গোস্বামী
শর্মিষ্ঠা সিনহা ১৮৬
কবি হেমচন্দ্রের কাহিনি কাব্য : নবমূল্যায়নে
শিপ্রা হালদার ১৯৪
সমর সেনের কবিতা : প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা
শ্রুতিপর্ণা রায় ২০৩
বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের নির্বাচিত কয়েকজন কবির কবিতা :
একটি তুলনামূলক পাঠ
সুধৃতি রায় ২১৪
"অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে":
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আত্মনিরীক্ষণ-প্রয়াস
সৌরভ মজুমদার ২২৫
'নীরার কাছে' সুনীল : 'শরীর'-এ স্পর্শটুকু নাও
স্বরাজ কুমার দাশ ২৩৭

## নাটক-নাট্যমঞ্চ

মনোজ মিত্রের অলকানন্দার পুত্রকন্যা : সংলাপের বহুমাত্রিকতা
আঙ্গুরা খাতুন ২৪২
'আইনসিদ্ধ' : হতভাগা দেশে সম্ভব !
আশিস রায় ২৫১
মানুষ যখন পণ্য :
মানব পাচার ও নারী নির্যাতনের আলোকে নির্বাচিত পাঁচটি বাংলা নাটক
দীপঙ্কর সাহা ২৫৯
বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' নাটকে মন্বন্তর
পাপিয়া নস্কর ২৬৯
ইতিহাস, সংগ্রামের নাটক ও উৎপল দত্ত
মহুয়া বিশ্বাস ২৭৪
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় : মুক্তিযুদ্ধ থেকে মুক্ত আকাশে বিচরণ
সুজয় মণ্ডল ২৮৪
রবীন্দ্র ছোটোগল্পের নাট্যরূপে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়
সৌভিক পাঁজা ২৯১
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' :
দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে মানবতার জয়গান
স্বরূপ হালদার ২৯৮
উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের আলোকে কুশান লোকনাট্য
হরিপদ রায় ৩০৫

## রবীন্দ্রনাথ

নির্বাচিত রবীন্দ্র নাটকে নামহীন চরিত্র : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির আলোকে
অলি আচার্য্য ৩১৪
শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচেতনা : প্রেক্ষিত 'রাশিয়ার চিঠি'
গৌতম দাস ৩২২
রবীন্দ্রমননে ও সাহিত্যে দেশভাগের পূর্বাভাস
গৌতম বড়ুয়া ৩৩৬
রবীন্দ্র-কাব্যে নারী মুক্তির কথকথা : প্রসঙ্গ 'গলাতকা'
চন্দ্রাণী মুখার্জী ৩৪২

# 'রাত্রি' কবিতায় জীবনানন্দের আশাবাদ

রাইসা রহমান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে যুদ্ধ ও জীবন জটিলতা যখন সমার্থক হয়ে উঠেছিল এমনই এক তমসাঘনক্ষণে কবি জীবনানন্দের (১৮৯৯-১৯৫৪) অত্যন্ত মননিষ্ঠ চল্লিশটি কবিতার সমারোহে নির্মিত 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) কাব্যের অন্যতম এবং চতুর্দশ কবিতাটি হল 'রাত্রি'। ইতিপূর্বে সৃষ্ট 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির অনুরূপ আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপটে রচিত 'রাত্রি' কবিতাটি, যদিও প্রকাশভঙ্গী ও শব্দচয়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অভিনব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোনো স্থানিক ঘটনা নয়। এ ছিল বিশ্বগ্রাসী। এর প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। দেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব সর্বব্যাপী সঙ্কটে জর্জরিত। অসুস্থ চেতনা, সুস্থবুদ্ধিহীনতা, অন্ধ স্বার্থপরতা, সর্বতো বিষাদময়তা ও রুচিহীন বিলাসিতায় আমাদের দেশ সহ পৃথিবী ভেসে চলেছে। যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ বিশ্ব ও জগৎ, ধ্বংস ও বিপর্যয় যার স্বাভাবিকতা, মানুষ কেবল পরস্পরের প্রতি আস্থা হারায়নি, নিজের প্রতিও আস্থাহীন, এমনই এক প্রতিবেশ যা যুদ্ধ ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের সঙ্গে মানানসই, কবি সেই জগৎ ও জীবনের, দেশ ও সময়ের অধিবাসী। ইউরোপে তখন 'আধুনিক লন্ডন ব্রিজ' ভেঙে পড়ছে, আর বাংলার নগরজীবনের আকাশে 'সাতটি তারা' (আলোকবর্তিকাস্বরূপ সপ্তর্ষিমন্ডল) তমসাচ্ছন্ন। এই অনভিপ্রেত, অসহনীয় অথচ অনিবার্য বাস্তবকে কবি তার চর্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রকৃতি যা সতত আশারবাণী ও অশুভ থেকে মুক্তির আশীর্বাণী বহন করে চলে সেও যুদ্ধের অভিঘাতে আজ 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির' অথবা নগর জীবনের কাঙ্ক্ষিত আলোক ধারা যেন 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' নিকষ কালো, ঘন, গাঢ় অন্ধকার। জীবনের সব ক্ষেত্রে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। গোটা পৃথিবী, আমাদের মাতৃভূমি এবং এই কল্লোলিনী কলকাতা যেন মহাপ্রলয়ের গ্রাসে ডুবে যাবে অনতিবিলম্বে।

তথাপি, আশাবাদের কবি জীবনানন্দ তাঁর গভীর প্রজ্ঞার ব্যবহারে, মানব অন্তর্লোকের প্রেমবোধে, কবি চেতনার অন্তহীন মৌল আন্তরিকতায় রাহু মুক্তির পথ খোঁজেন। তাই দীর্ঘ অমানিশার যাত্রা পথ পেরিয়ে আলো অভিমুখে অগ্রসরের সাঙ্কেতিকতায় পূর্ণ 'রাত্রি' কবিতাটি তার অনুগুঞ্চ বিশ্লেষণে পাঠককে উদাত্ত আহ্বান জানায়।





জীবনানন্দের ইতিহাস, সমাজ, সময়কাল, প্রকৃতি চেতনার মতো প্রেম ও এক অন্যতম উপাদান। 'ঝরাপালক'-এ যে প্রেম চিন্তার আবেগ উত্তপ্ত হয়ে দানাবেঁধে উঠতে পারেনি, যে প্রেম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে বিষণ্ন, শীতার্ত পটভূমিতে রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, 'বনলতা সেন'-এ সেই প্রেম দেহজ রমণীয়তাকে কেন্দ্র করে বৈদেহী সৌন্দর্যের রহস্যময়তায় প্রদীপ্ত হয়েছে। 'মহাপৃথিবী'- তে কবি অপরিচিত নক্ষত্র অনুপম শিল্পলোক রচনা করেছেন, যা ইহলোকের তুলনায় শুদ্ধতর ও সত্যতর। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার বর্বর দিকটি এখানে অসাধারণ চিত্ররূপ লাভ করেছে। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় বাস্তব পৃথিবীর সমান্তরালে স্বপ্নলোকে প্রয়াণ। এখানে আছে অনুভূতির গভীরতা, জ্ঞানগর্ভ চিন্তা- চেতনা, গাঢ় জীবন অনীহা ও ক্লান্তি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত লোকালয়ের মৃত্যু ও মারণাস্ত্রের নির্মমতার মুখে কবি জীবনের প্রবহমান স্পন্দন অনুভব করেছেন। 'গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্য' কবিতায় যুদ্ধ বিরোধী মানসিকতা লক্ষিত হয়। এখানে কবির জীবন ক্লান্তিমুক্ত অভিনব আশ্রয় চেতনাস্নাত। কবি এখানে নিসর্গকে অবলম্বন করে নিজেকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। কবি জীবনের বিরহ ব্যথাযুক্ত দিকটিও নিসর্গে আরোপিত করে তুলেছেন। 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় কবি মানসের অনিহার ক্রমবিস্তার। 'সুদর্শনা'-য় প্রেম বিরহের নানা আর্তি প্রকাশিত হয়।

১

জীবনানন্দের সময়চেতনা দর্শন ভাবনার সাথে অন্বিত হয়ে গেছে। যা সময় চেতনার সূচনা লগ্ন থেকে পরিণামের বিবর্তন পর্যন্ত রূপায়িত হয়েছে। কবির সময়চেতনা শুধু রোমান্টিক নয়, তা প্রজ্ঞার দ্বারা সমাহৃত। কবির জীবনবোধ, আকাঙ্ক্ষা, বেদনার্ত জিজ্ঞাসা তাঁকে নির্জনতম করে তুলেছিল। কবি কখনো সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, কখনো শুভ রাষ্ট্রের কল্পনা করে রূপসী বাংলায় ফিরতে চেয়েছেন। কখনো মানবচেতনার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর কবিতায় লোক-ঐতিহ্য, লোকপুরাণের অনুষঙ্গগুলি ও শাশ্বত জীবন ধারায় প্রতিভাত হয়। তিনি স্মৃতির সমাবেশ ঘটিয়ে তাকে চৈতন্যের সার্বজনিক তীর্থে উত্তীর্ণ করে তোলার কথা বলেছেন। তাঁর কবিতায় নিঃসঙ্গ পীড়িত সত্তার আর্তি ধ্বনিত হতে শোনা যায়।

জীবনানন্দের কবিতায় নারীর মানস ও মনস্তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী। এই নারীরা দেহরূপে নন, প্রেরণাদায়ীরূপে শক্তিভূতে সনাতনী। তাঁর নারী একইসঙ্গে পিপাসার, ইন্দ্রিয়বোধের, কখনো ভয়ঙ্করী, আবার কখনো-বা জীবনসঙ্গী। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে বিশিষ্টতম কবিব্যক্তিত্ব জীবনানন্দ।

তাঁর কবিতায় অনন্যসাধারণ স্বতন্ত্রতা, সময়চেতনা, ইতিহাসবোধ, ছন্দ, রূপকল্প, ইন্দ্রিয়ঘন ভাবাবেগ নিয়ে স্বতন্ত্র কবি তার আসরে এক নব ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন।

জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম একটি কবিতা 'রাত্রি'। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যার 'কবিতা' পত্রিকায়। পূর্ববর্তী 'মহাপৃথিবী'-তে মানবজীবন ও সভ্যতার যে জটিল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, 'সাতটি তারার তিমির' কাব্য গ্রন্থে কিছুটা হলেও তারই পুনরাবর্তন ঘটেছে। অবশ্য একই সাথে নতুন প্রকাশন 'নব সংকেতে' নতুন প্রতীক রূপে ধরা দিয়েছে। এ সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নানা কারণে আলোড়িত, আন্তর্জাতিক সঙ্কট, আত্মঘাতী বুদ্ধিরুচিহীন স্বার্থমোহান্ধতায় মানব সমাজ ছিল আচ্ছন্ন। কবি এমতাবস্থায় স্থিতধী প্রজ্ঞার দ্বারা উপনীত হতে চেয়েছিলেন গভীরতায়। মহাপৃথিবীর যে বিষাদময়তা 'সাতটি তারার তিমির'-এ গূঢ় সংকেতবাহী হয়ে ওঠে। যে সপ্তর্ষিমণ্ডল মানুষের আশা ও বিশ্বাসময়তার প্রতীক ছিল তা আজ আর মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে সক্ষম নয়। পরিবর্তে, এক তিমিরাচ্ছন্নতায় পৃথিবী যেন ক্রমে ক্রমে নিরবচ্ছিন্ন-নিস্তেজ হয়ে আসছিল। কবির চেতনাসত্তাও হয়ে পড়েছিল নিস্প্রভ। গ্রন্থের রচনাকাল মূলত অসহযোগ আন্দোলনের অস্থিরতা থেকে পঞ্চাশের মন্বন্তরকালীন সময়কালের ঘেরাটোপে আবদ্ধ ছিল– ফলত নানা সংশয়, বিভ্রান্তি, ব্যথার বাণী ঘুরে ফিরে এসেছিল। কাব্যখানিতে সত্যকল্পনার বিভ্রান্ত জগৎ বর্জন করে অনুভূতির সাংকেতিকতার গূঢ়ার্থ উন্মোচিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ অথচ সচেতন জগতের অধিকারী। মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের প্রেক্ষিতে ধ্বংস ও বিপর্যয় অবক্ষয়িত সমাজ জীবনের এক শোকাবহ চিত্র উন্মোচিত হয়েছিল। বিশ্বাসহীনতার অতল অন্ধকারে সকল শক্তি হয়ে পড়েছিল অবসন্ন। মহান রীতি বা সত্যের প্রাচীন আলোকবর্তিকা হয়ে পড়েছিল নিস্তেজ ও পরাহত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বে মূল্যবোধের অভাব, ঘরে বাইরে নিরন্তর তমসাবৃত পরিবেশ, মানবহৃদয়ে মূল্যবোধের অন্তর্ধানে নাগরিক পৃথিবী জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমির মতো হয়ে পড়েছিল। সভ্যতার এই জান্তব অধঃপতনের পিছনে ছিল হৃদয়হীনতা। কবি হয়ে পড়েন নিরন্ধ্র তিমিরাচ্ছন্নতার সম্মুখীন। কবি একটা জায়গায় তাই বলেছেন– 'বেবুনের রাত্রি নয়, তাঁর হৃদয়ের রাত্রির বেবুন'। কিন্তু অন্ধযুগতমসা ও উদ্ভ্রান্তি থেকে মানব অন্তর্লোকে প্রেমাবেগে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চেয়েছেন বারংবার। বিচিত্র বিদ্রূপ ও উদ্ভ্রান্তির বিপরীতে সংবেদনশীল মানসিকতায় পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। নাগরিক কলুষতাময় পরিবেশে প্রেম একসময় কাব্যজগতে চিরন্তন ঐশ্বর্য ও মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে





চেয়েছে। বনলতা সেনের সুদর্শনা নারী লীন না হয়ে যুগসঞ্চিত পথে তাঁর প্রেমিকের চেতনাকে করেছিল অমৃতসূর্যমুখী। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে কবি সেই উপলব্ধিতে প্রেম ও মূল্যবোধের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। নিসর্গ প্রকৃতি পাঠকের চোখে যেন এক অন্ধকারময় নাগরিক সঙ্কটময় জগৎরৌদ্রের অনন্ত তিমিরের মতো জেগে 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' অস্তিত্বে নিমজ্জিত মানুষ দিশাহীন চোখে আশার আলো খুঁজে ফিরেছিল। আসলে এ এক সময়াচ্ছন্ন অন্ধকার, সভ্যতার জান্তব অধঃপতন ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী। সাতটি তারা আমাদের মনে নিয়ে আসে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অনুষঙ্গ যা চিরকাল অন্ধকার রাত্রিতে বিপর্যয়ের ঘনঘটায় মানবকে পথ দেখায়।

২

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারা আজ আর আলোক দিশারী নয়, তারা তিমিরাচ্ছন্নতায় অবলীন। স্বাভাবিকভাবেই এই আবিশ্ব ঘোর অমানিশায় পথভ্রষ্ট মানবিক পৃথিবীতে প্রেম ও প্রকৃতির ভূমিকা গৌণ বা অপ্রধান হয়ে পড়েছে। কারণ ইতিপূর্বে জীবনানন্দের কবিতায় যে প্রেম শুভ চেতনার বার্তাবাহী ছিল তাই এখন বীতপ্রেম বিশ্বাসশূন্যভাবে অঙ্কিত হয়েছে। 'রাত্রি' কবিতাটি সর্বমোট আটটি স্তবকে বিন্যস্ত। কবিতার সূচনায় রাত্রির গভীর অন্ধকারে যখন লোকজন দুপুর রাতে নগরীর বুকে দলবেঁধে নাচে তখন একদল কুষ্ঠরোগাকীর্ণ মানুষ হাইড্র্যান্ট খুলে জল চেটে নেয়। অথবা, হয়তোবা হাইড্যান্ট নিজেই ফেঁসে গেছিল। অর্থাৎ, কবিতার শুরুতেই কবি এক প্রত্যক্ষ বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করেছেন। নগরজীবনের গ্লানি, রিক্ততা কবিকে বিচলিত করে তুলেছিল। কুষ্ঠরোগীর চিত্রকল্প, নগরজীবনের অসুস্থতাও বিকারগ্রস্ত দিকের সূচক। এ যেন জীবনের অবাঞ্ছিত ঘৃণ্যস্বরূপ যাকে মানুষ এড়িয়ে চলতে চায়। অথচ সভ্যতারূপী রাক্ষস তাকে পথ ছাড়ে না। জল চেটে নেওয়ার চিত্রকল্প জলপানের সরলতার বিবর্তে এক অসহায়তা, ঘৃণ্যতার ভয়াল পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করে। নাগরিক প্রশাসনের অবহেলা হয়তোবা হাইড্র্যান্টের প্রবাহকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। 'দুপুর রাতে নগরীতে দল বেঁধে নামে' অর্থ মধ্যরাতে গভীর নির্জনতার সুযোগে দলবদ্ধ রাহাজানি বা লুঠতরাজের ফলে অনিশ্চয়তা ও বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। নিরাপত্তাহীনতার অন্ধকার যেন বর্তমান যুগসভ্যতার মারণব্যাধি। 'এক মোটরগাড়ি গাড়লের মতো অস্থির পেট্রোল ঝেড়ে কেশে চলে যাওয়া' অর্থ যন্ত্রনির্ভর নাগরিক সভ্যতার বিভৎস রূপ প্রতিভাত হওয়া। 'গাড়ল' অর্থ যার নিজস্ব বিচারবোধ নেই। অর্থাৎ উন্মাদ ব্যক্তির মতো বর্তমান সভ্যতার প্রতিনিধি পেট্রোলের গ্যাস

নির্গত করে পরিবেশকে কলুষিত করে চলেছে। এখানে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, বিচারবোধহীন, যন্ত্রসভ্যতার ভয়াবহ রূপ ও অস্থিরতাকে অন্ধআনুগত্যে চলার প্রবণতায় রূপায়িত করেছেন কবি। নগরজীবনের ভয়াবহ বিপন্নতার প্রতীকরূপে ছত্রটিকে ব্যবহার করেছেন। কবি তাই বলেছেন, মানুষ অনেক সময় সতর্কতা অবলম্বন করলেও কখনো বা ভয়াবেশে জলেও পতিত হয়। মায়াবীর মতো যাদুবলে তিনটি রিক্সা ছুটে গিয়ে যেন মিলিয়ে গেল গ্যাসবাতিটিতে। অর্থাৎ, গ্যাসের আলোকোজ্জ্বল কলকাতা নগরীর মায়াবী দৃশ্য যেন এক অলৌকিক জগতের মোহ সৃজন করেছে। তিনটি দ্রুত ধাবমান রিক্সার চাক্ষুস অভিজ্ঞতার দৃশ্য কবিচক্ষে দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধকালীন পৃথিবীতে হতাশা, বিষাদগ্রস্ত, রিক্ত পটভূমির মাঝে পরাবাস্তবের চিত্র ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এখানে বাস্তবদৃষ্ট ও মননের সংমিশ্রণে বুদ্ধিদীপ্ত জগতের বিবর্তে এক অনুভূতির জগৎ সৃজিত হয়েছিল। আমি অর্থে স্বয়ং কবি অর্থাৎ বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর নগর সভ্যতার প্রকৃত সত্তা অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি। যিনি ফিয়ারলেন পরিত্যাগ করে মাইলের পর মাইল হেঁটে দেওয়ালের পাশে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে দাঁড়ান টেরিটি বাজারে। এই গমন এক অর্থে হঠকারী এবং অবিবেচনা প্রসূত। আসলে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট বা টেরিটি বাজারের মতো জনবহুল বাণিজ্যিক এলাকা হল নগরজীবনের কেন্দ্রমূল যেখানে আছে অর্থের দাপট, কোলাহল এবং সর্বোপরি মুনাফার লেলিহান শিখা। এখানকার বাতাস তাই রসকষহীন চীনাবাদামের মতোই বিশুষ্ক, নেই কোনো আদ্র পরিমণ্ডল। চীনাবাদামের খোলের অনুষঙ্গে নগরজীবনের নীতিহীনতার রিক্ততা, বিপর্যস্ত মূল্যবোধের শূন্যতা, সর্বশান্ত মায়ামমতাহীন নিষ্ঠুর নির্বিকার ঔদাসিন্য আভাসিত হতে দেখা গেছে। তাই কবি উচ্চারণ করেছেন—

"আমিও ফিয়ারলেন ছেড়ে দিয়ে হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে দেয়ালের পাশে দাঁড়ালাম
বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে টেরিটি বাজারে
চীনাবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে"

৩

পরবর্তী অংশে কবি বলেছেন, মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে। তখন তা যেন নাগরিক সভ্যতার বহিরঙ্গ প্রসাধন, চোখে ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যে শরীরী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়। নগর সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল অবস্থা ও গালে চুমো খাওয়ার ব্যঞ্জনায় নগর সভ্যতার মায়াবৃত কুহকিনী দিকটি প্রকটিত হয়ে ওঠে। এরপরে বর্ণনা অনুসারে কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুনচট প্রভৃতি বস্তুর উপস্থিতিতে পাঠক





চোখে ভেসে ওঠে শহর কলকাতার গলির মধ্যে গজিয়ে ওঠা কলকারখানার চিত্রকল্প। চামড়ার ঘ্রাণ, ডাইনোমোর গুঞ্জন, ধনুকের ছিলায় টান রাখা ইত্যাদি অনুষঙ্গ গুলির মাধ্যমে কর্মমুখর, ব্যস্ত, যান্ত্রানির্ভর নাগরিক সভ্যতার অস্থির উত্তেজনা, যুগের আর্তিকে কবি সুনিপুণ হস্তে রূপদান করেছেন। এই স্তবকে নগরজীবনের যান্ত্রিকতা, বিষণ্ণতা, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিরূপ দিক গুলি কবির লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। চামড়ার ঘ্রাণ আর ডাইনোমোর গুঞ্জন আসলে বায়ু ও শব্দ দূষণের ভয়াবহরূপের সূচক। মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে টান রাখা অর্থে কর্মহীন ও কর্মমুখর উভয় প্রকার অস্থির উত্তেজনায় সত্ত্বার বহিপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। এরপর কবি ব্রাহ্মবাদিনী, অমৃতলোকাকাঙ্ক্ষিনী যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী এবং দুরন্ত রক্তপিপাসু হুন সম্রাট আত্তিলার কথা স্মরণ করেছেন। মৈত্রেয়ী ও আত্তিলা মানব সভ্যতার অগ্রগতির দুই উজ্জ্বল প্রতিভূ। মৈত্রেয়ীর প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে কবি ব্রাহ্ম পরায়ণা, অমৃতলাভ, আত্মিক ঐশ্বর্য ও মানবিক মহিমান্বিত দিকটিকে উদ্ভাসিত করেছেন। সভ্যতার গাঢ় অন্ধকারে থেকে কবির মনে পড়েছে ব্রাহ্মবাদিনী, আদর্শ নিষ্ঠধ্বনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্মিনী মৈত্রেয়ীর কথা। আবার বর্তমান বিস্মৃতি মানবসভ্যতার দিকটিকে প্রকটিত করে তুলতে আত্তিলার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন কবি। আত্তিলা তার ভয়াবহ রক্তলোলুপ, যুদ্ধোন্মাদ মনোবৃত্তি নিয়ে মানব ইতিহাসকে কলঙ্কিত করলেও বর্তমান মানসিকতার প্রেক্ষিতে তাকে অমরত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে তুলেছে। কবি সভ্যতার ভয়াল ট্র্যাজেডি রূপটাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

তাই মৈত্রেয়ীর শ্লোক আওড়ানো আর আত্তিলার রাজ্য জয়ের মধ্যদিয়ে ব্যঙ্গনিপুণতা লক্ষিত হয়। পরবর্তী স্তবক জুড়ে আছে নাগরিক জীবনের নানা বর্ণময় চিত্র। নাগরিক জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও এক ইহুদি রমণীর গান সেন অসঙ্গতও বিচ্ছিন্ন বলেই মনে হয়। সে থাকে অর্ধজাগ্রত অবস্থায়। হয়তোবা কলকাতার শহুরে ব্যস্ত ছন্নছাড়া অবক্ষয়িত হতশ্রী অবস্থার মাঝেও এমন একজন আছেন যে একান্ত নিজের সুরে গান গেয়ে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে ফেরেন। পিতৃপুরুষেরা এ গানের মর্মার্থ অনুধাবনে অসমর্থ তারা জানেন না কাকেই বা গান বলে আর কাকেই বা বলে সোনা, তেল, কাগজের খনি, অর্থাৎ যার দ্বারা অর্থ উপার্জন করা যায়। একঅর্থে বর্তমান সভ্য সমাজের সঙ্গীতের শিল্প মূল্য অপেক্ষা কাগজ, তেল, সোনা ইত্যাদির আর্থিক মূল্য অনেকগুণ বেশি। তাই বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ইহুদি রমণীর নিভৃত সঙ্গীত অর্থহীন বলেই প্রতিপন্ন হয়। কবি সেই দিকের প্রতি ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনেছেন—

"পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি"

নাগরিক জীবনচিত্র আরো প্রসারিত হয় পরবর্তী অংশে লোল বা লেলিহান নিগ্রো হাসিতে এক ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকের চলে যাওয়া যেন কেতা দূরন্ত নাগরিক সভ্যতারই পরিচয়বাহী। তার লোল নিগ্রোর হাসি যেন জীবনের কামাতুর প্রকাশ। মানুষের বিশ্বাস হয়ে পড়েছে গরিলার মতো মাংসাশী প্রাণীর জান্তব পাশবিকতার মতো। শহর কলকাতার নৈশ জীবনের সুন্দর শহরে সভ্যতার মোড়কের অন্তরালে জীবনের ক্লেদাক্ত, লোভাতুর, হিংস্র, আদিম, পশুসুলভ ভয়াবহ রূপটিকে কবি প্রকট করে তুলেছেন। অন্তিম স্তরে কবি ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত হেনেছেন যেখানে—

"নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।"

৪

অর্থাৎ নাগরিক সভ্যতায় যতই স্বাচ্ছন্দ্য, চাকচিক্য বা ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, তা যদি নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানে শুধু অবক্ষয়, দিনতা, কামনা-বাসনার নির্লজ্জ অসংবরণীয়তার প্রকাশ। সে কারণে মহৎরাত্রিও হয়ে ওঠে কলুষতার গ্লানি ভরা অন্ধকারাচ্ছন্ন লিবিয়ার জঙ্গলের ন্যায়। কবির মনে হয়েছে সভ্যতার আপাত মুখোশের অন্তরালে নাগরিক জীবনের অধিবাসীরা অনেক বেশি বিপদসংকুল ও ভয়াল পরিবেশে অবস্থান করছে। এখানকার জন্তুরা অর্থের লোভে নিত্যতাড়িত, বেতনভোগী। নাগরিক সভ্যতায় সুস্থ মানবিক বৃত্তির পরিবর্তে হিংস্র, কামাতুর, ক্লেদাক্ত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষিত হয়। এখানকার মানুষজন পোষাক পরলেও তা কেবল লজ্জা নিবারণের কারণেই। তাদের পোষাক আসলে প্রতারণার ছদ্মবেশ মাত্র। কেননা পোষাকের অন্তরালে আছে সভ্য নামধারী ভয়াবহ জন্তুর প্রকৃতির মানুষ। এখানে কবির সভ্যতাবিদ্বেষী মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

কবি জীবনানন্দ বাংলা আধুনিক কাব্য জগতে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। স্বাতন্ত্র্য জীবনবোধ, অনন্য সাধারণ প্রকৃতি সৃষ্টি ও অভিনব কবিতার ভাববস্তু নিয়ে আধুনিক কাব্য জগতে তাঁর পদার্পণ। তাঁর সিংহভাগ কবিতার বিষয়বস্তু প্রকৃতি ও মানুষ। একই সঙ্গে উপমা-চিত্রকল্পের ব্যবহারে অসাধারণ নিপুণতা পাঠক ও শ্রোতার মনকে নিবিষ্ট করে তোলে। বস্তুবাদ বনাম আদর্শবাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর কবিতার অন্যতম লক্ষ্য। প্রবল নৈরাজ্যের মাঝেও তিনি আশাবাদকে ধ্বনিত করে তোলেন। যুদ্ধোত্তরকালীন পরিস্থিতিতেও মানবজীবন ও সভ্যতার জটিল অন্ধকারময় দিকগুলি রাত্রি কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার





উত্তাল ও ঘূর্ণাবর্তময় মুহূর্ত, বাস্তবের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার জগৎ, অভ্যন্তর ও বহিরঙ্গ জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন, অস্তিত্বের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব, জীবনানন্দের কবিকল্পনা পরাবাস্তবের দিকে নিবিষ্ট হয়েছিল। নবজীবনের স্বপ্নলোকের অন্বেষণে কবি অন্ধকার জগতে নামতে চেয়েছেন তাই তিনি রাত্রির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর মহিমা বোঝা যায় না তেমনি কলুষতা ঘেরা পথেই নবচেতনার শতদল বিকশিত হয়ে ওঠে। এজন্য কবি ব্যবহার করেছেন নানা উপমা ও চিত্রকল্পগুলিকে। রাত্রি কবিতায় কবি নানা উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন—

ক) রাস্তায় গাড়লের মতো কেশে যাওয়া মোটর কার।
খ) চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস।
গ) গরিলার মতো বিশ্বাস।
ঘ) লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।

সবগুলিই সভ্য শহুরে জীবনের নেতিবাচক দিকগুলিকে উপস্থাপিত করে তোলার জন্য ব্যবহার করেছেন। নানা চিত্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে- 'ফিরিঙ্গি যুবকের চলে যাওয়া' কিম্বা 'একান্ত নিজের সুরে গান গাওয়া আধ জাগা ইহুদী রমণীর' প্রসঙ্গ, প্রভৃতি। শুধু তাই নয়, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অসাধারণ নিপুণতা 'রাত্রি' কবিতার ছত্রে ছত্রে আছে। কাব্যিক, অকাব্যিক নানা শব্দ, যেমন, 'ফেঁসে', 'গাড়ল' এধরনের অকাব্যিক শব্দের ইচ্ছাকৃত ব্যবহারে নগর জীবনের ক্লেদাক্ত রূপটি প্রকাশিত হয়। তেমনি, 'লাল' শব্দে লালসার কদর্যতা, এবং গরিলার বিশ্বাস শব্দে জান্তব পাশবিকতার প্রকাশ লক্ষিত হয়। একই সঙ্গে অন্ত্যমিল, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়াপদ এবং নানা বিদেশি শব্দের (যেমন, হাইড্রান্ট, স্ট্রীট, ডাইনামো, ফিরিঙ্গি, ফিয়ারলেন, ইত্যাদি) ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শব্দগুলি নগর জীবনের চটুলতা, অবক্ষয়, অশোচনীয়, ভয়াবহ কদর্য রূপের প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়।

৫

শুধু তাই নয়, বেশ কিছু পৌরাণিক অনুসঙ্গ, যেমন, যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবীর কথা আছে। যিনি সমস্ত অর্থসম্পদ ও ঐশ্বর্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন অমৃত মন্ত্রলাভের সন্ধানে। আবার হুন সাম্রাজ্যের রক্ষাকারী আত্তিলার প্রসঙ্গ আছে, যা কিছুটা ঐতিহাসিক। আত্তিলাও প্রচণ্ড পরাক্রমশালী এবং রণনিপুণ ছিলেন। তাঁর রাজ্য জয়ের প্রসঙ্গ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে উপমা বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে। এছাড়াও বৈদিক অনুসঙ্গ রূপে 'পিতৃলোকের' কথা আছে। এই সকল অনুসঙ্গই কবি নগর চেতনার পরিচয় দিতে গিয়ে তুলে ধরেছেন।

পরাবাস্তবের মধ্যে তিনি নন্দনতত্ত্বের সন্ধান পান যা জীবনের পুনর্নির্মাণ ও সার্বিক মুক্তির পথপ্রদর্শক। কল্পনার প্রসার ধীরে ধীরে বাস্তবের দিকে অগ্রসর হয়েছে। কবি 'রাত্রি' কবিতার মধ্য দিয়ে নতুন বোধের জগতে উপনীত হতে চেয়েছেন, যা ভঙ্গুর সমাজের অতল গভীর থেকে নবমূল্যবোধের সূচক। বস্তুশাসনের সীমাকে অতিক্রম করে মানবিক উপলব্ধির শাশ্বত মুহূর্তে পৌঁছাতে চেয়েছেন। সেই মূল্যবান উপলব্ধির মাঝে যদিওবা ক্লেদাক্ততার চিহ্ন আছে, তবুও তাতে যুক্ত হয়েছে যুগের অবিচ্ছিন্ন কবি চেতনা, যা 'রাত্রি' কবিতাটিকে আরও ব্যঞ্জনাবহ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

গ্রন্থ সহায়ক :

১। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল: আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
২। গুহ ভূমেন্দ্র: আলেখ্য: জীবনানন্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
৩। চট্টোপাধ্যায় তপনকুমার: রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ ও তাঁর কবিতা পাঠ, বাংলা সাহিত্য একাডেমী, গ্রন্থ বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩
৪। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আদিত্য পুস্তকালয়, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩
৫। দাশ জীবনানন্দ, কবিতার কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রা: লি:, ৪৫ , বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
৬। ভট্টাচার্য তপোধীর ও ভট্টাচার্য স্বপ্না: জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩
৭। মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, বাংলা কবিতা : পর্বে : পর্বান্তরে (ঈশ্বরগুপ্ত থেকে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়), প্রজ্ঞা বিকাশ , ৯/৩ , রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০৭৩

# উদ্দালক

# UDDALAK

(সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : জানুয়ারি-জুন, ২০২৩)

A Peer-Reviewed International
Multidisciplinary Academic Journal
ISSN : 2320-9275

প্রধান সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মন্ডল

যুগ্ম সম্পাদক

ড. অনুপ বিশ্বাস ও ড. সৌরভ দাস

# উদ্দালক

# UDDALAK

(সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : জানুয়ারি-জুন, ২০২৩)

A Peer-Reviewed International Multi-disciplinary
Academic Journal

ISSN : 2320-9275

প্রধান সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

যুগ্ম সম্পাদক

ড. অনুপ বিশ্বাস ও ড. সৌরভ দাস

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, দ্বিতল, শপ নং-বি. ১১, কলকাতা-৭৩

UDDALAK (Vol. 17 issue-II) a peer-reviewed International Multi-disciplinary Adademic Journal,
Edited by Dr. Santosh Kumar Mandal (Chief editor),
Dr. Anup Biswas & Dr. Sourav Das (Joint-editors)
ISSN : 2320-9275

**Published by :**
Uddalak Publishing House
11/3, Udaypur Raod, Nimta,
Kolkata-49

**Printer by :**
Nabaloke Press
5/2, Nerode Behari Mullick Road,
Kolkata-700 006

© Publisher

Published : March, 2023

Price : 450/

# UDDALAK

**Vol. 17, Issue-I**

**Chief-editor**

Dr. Santosh Kumar Mandal

**Joint-editors**

Dr. Anup Biswas & Dr. Sourav Das

## ADVISORY BOARD

**Dr. Pabitra Sarkar,** Former Vice-Chancellor, Rabindra Bharati University, W.B., India

**Dr. Tapadhir Bhattacharya,** Former Vice-Chancellor, Assam University, Assam, India

**Dr. Pranab Krishna Chanda,** Former Registrar, Baba Saheb Ambedkar Education University (Erstwhile WBUTTEPA), W.B., India

**Dr. Rita Sinha,** Former Professor & Dean (Education, Journalism & Library Science), University of Calcutta, W.B., India

**Dr. Debi Prasanna Mukhopadhyay,** Former Professor of Vinaya Bhavana, Visva-Bharati, W.B., India

**Dr. Pulin Das,** Former Professor in Bengali, University of North Bengal, W. B., India

**Dr. Taposh Kumar Biswas,** Professor in Education, IER, University of Dhaka, Bangladesh

**Dr. Sumana Das Sur,** HOD & Professor in Bengali, Rabindra Bharati University, W.B., India

## Review Committee

**Dr. Bishnupada Nanda,** Professor in Education, Jadavpur University, W.B., India

**Dr. Dipak Midya,** Professor in Anthropology, Vidyasagar University, W. B., India

**Dr. Kakali Dhara Mondal,** Professor in Folklore & Director in Centre for Women's Studies, University of Kalyani. Prisident, Centre for Folklore Studies and Research, University of Kalyani. W.B., India

**Dr. Saber Ahmed Chowdhury,** Chairman, Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhaka. Bangladesh

**Dr. Momenur Rasul,** Associate Professor in Bengali, University of Dhaka, Bangladesh

**Dr. Chandana Rani Biswas,** Associate Professor in Sanskrit, University of Dhaka, Bangladesh

**Dr. Sabyasachi Chatterjee,** Associate Professor in History, University of Kalyani, W.B., India

**Dr. Sidhartha Sankar Laha,** Associate Professor in Lifelong Learning & Extension, University of North Bengal, W.B., India

**Dr. Nita Mitra,** Associate Professor in Geography Siliguri B.Ed. College, W.B., India

**Dr. Abhijit Guha,** Associate Professor in Education, Ramakrishna Mission Sikshanamandira, W.B., India

ঠনের অর্থসংকট দূর করতে বিভিন্ন স্থানে
ন এই নৃত্যনাট্যগুলি মঞ্চস্থ করতে। জীবনের
পড়ল আবেগের সূক্ষ্মতাকে প্রকাশ করতে।
নৃত্যের সঙ্গে। একত্রে নৃত্য, সঙ্গীত এবং
প্রকাশ ঘটিয়েছিল অনবদ্যভাবে। সময়ের
নতুন নতুন বাহনের সন্ধান করতে বাধ্য
তিনি কথা থেকে সুরে, সুর থেকে নৃত্যে
ন। তাই তাঁর নাটকের বিবর্তনের ইতিহাস
র একটি লেখচিত্র পাই। নৃত্যনাট্যগুলি এই

রবীন্দ্রনাটক, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং
গা ও বলির নৃত্যগীত, কলকাতা: বিশ্বভারতী
দ্রসঙ্গীত, কলকাতা: বিশ্বভারতী
ীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ, কলকাতা:

গালিকা, কলকাতা: বিশ্বভারতী
ত্যনাট্য চণ্ডালিকা, কলকাতা: বিশ্বভারতী
তবিতান, কলকাতা: বিশ্বভারতী
ত্রাঙ্গদা, কলকাতা: বিশ্বভারতী
ত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, কলকাতা: বিশ্বভারতী
লকাতা: বিশ্বভারতী
বাহ, কলকাতা: মিত্রালয়
রচনাবলী, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ
ট্য রূপান্তর ও ঐক্য, কলকাতা: আনন্দ

UDDALAK
ISSN:2320-9275

# বাংলা উপন্যাসের অন্যান্য প্রমীলা গোয়েন্দা বনাম সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের মিতিন মাসি

রাইসা রহমান
গবেষক, বাংলাবিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

"ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে— যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণির সাহিত্য—আমি তাহা মনে করি না। এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe), কোনান ডয়েল (Conan Doyle), জি. কে. চেস্টারটন (G. K. Chesterton) যাহা লিখিতে পারেন তাহা লিখিতে অন্তত আমার লজ্জা নাই।"[১]

—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয় ডিটেকটিভ গল্প সম্পর্কে বহুকালের অনীহা ও অবহেলা হেতু বিশ্ব সাহিত্যে, বিশেষত বাংলা সাহিত্যে ডিটেকটিভ গল্প, উপন্যাস খুবই অকিঞ্চিৎকর। ডিটেকটিভ গল্প সম্পর্কে এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে সাহিত্যে মহিলা ডিটেকটিভ চরিত্র, তাও আবার বাংলা ডিটেকটিভ গল্পে /উপন্যাসে প্রমীলা গোয়েন্দা চরিত্র যে হাতে গোনা হবে তা বলা বাহুল্য যদিও সংখ্যায় নগণ্য হলেও বাংলা সাহিত্যের মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রগুলি উপেক্ষনীয় নয়। তাদের অধিকাংশ প্রমিনেন্ট এবং পাঠক হৃদয়ে গভীরভাবে ছাপ রাখে।

আমরা লক্ষ করেছি এইসব ভিন্ন চরিত্রের ও ভিন্ন মাত্রার প্রমীলা গোয়েন্দা সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, অভিঘাত এবং তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, Dissociation of sensibility বা সাহিত্যের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব থাকবে না।[২] —টি. এস. এলিয়টের এই থিয়োরিকে এইসব লেখকদের উপর প্রয়োগ করলে ভিন্নধর্মী প্রমীলা গোয়েন্দা সৃষ্টির পশ্চাতের কারণকে অস্বীকার করা হয় এবং সেক্ষেত্রে অনেক সত্য আমাদের অধরা থেকে যাবে। সুতরাং, ঐ সকল গোয়েন্দা চরিত্রগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝবার জন্য আমরা প্রথমে তাদের সৃষ্টির পটভূমি আলোচনা করব।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (৫ ই মার্চ ১৯০৫ - ১৪ মে ১৯৭২) বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টি করেন, যার নাম কৃষ্ণা। তিনি কেবল একজন বাঙালি সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন গীতিকার ও শিক্ষাব্রতী। অবিভক্ত ২৪ পরগণার

গোবরডাঙায় তাঁর জন্ম। শুরুতে তাঁর নামের সঙ্গে 'সরস্বতী' যুক্ত ছিল না। সাহিত্য সাধনার জন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি দেওয়া হয়। এহেন একজন প্রতিভাবান লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিঘাত তাঁকে সব রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। মাত্র নয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামীগৃহের অত্যাচার আর নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক বঞ্চনা প্রতিবাদী মানসিকতার প্রভাবতী মেনে নিতে না পেরে সোজা বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। সেই আসা। আর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাননি তিনি। অল্প বয়সে বিবাহ প্রভাবতীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে কেড়ে নেয়। যদিও এই অভিঘাত তাঁকে দমাতে পারেনি। ছোট বেলায় বাবার অনুপ্রেরণায় তিনি পড়ে ফেলেন কিটস শেলি ও অন্যান্য নানা পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের লেখা। তিনি তিনশ'র ও বেশি বই, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গান ও গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেন। নিজের জীবনের কষ্টের অভিঘাত মনে রেখে পরম্পরা ভাঙতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি নারীকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। বঞ্চিত নারীর কথা তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। নারীর বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তার জয়গান গেয়েছিলেন প্রভাবতী। 'পল্লীসখা' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "মেয়েদের শাসন আমাদের দেশে বড়ই কড়া। তাহাদের অতি শিশুকাল হইতেই কঠোর শাসনের তলে থাকিতে হয়। যে সময়টা বিকাশের সে সময়টা তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হয়।..... অন্য দেশে যে সময়টা বালিকাকাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আমাদের দেশের মেয়েরা সেই সময়ে গৃহের বধূ, অনেক সময় সন্তানের মা।"[৩] তিনি এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। তাই তাঁর লেখনী হয়ে উঠেছে নারীর অনাশ্রয় ও অসহায়তার ইতিহাস ভেঙে তাদের আশ্রয় আর নিজস্ব ইতিহাস নির্মাণের গল্প। সমাজ নামের নিষ্ঠুর নিয়তির প্রতারণা থেকে নারীকে বাঁচানোর গল্প। তাই তাঁর কলমে উঠে আসছিল কর্মদক্ষ, সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত নারীর ছবি।

সম্ভবত, এই প্রণোদনা থেকেই জন্ম আত্মপ্রত্যয়ী নারী গোয়েন্দা কৃষ্ণা আর শিখার। তখনকার গোয়েন্দা সম্পর্কীয় প্রচলিত সকল ধারণা অর্থাৎ গোয়েন্দার সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান মনে করা হতো, যথা, গোয়েন্দাসুলভ বুদ্ধি, শারীরিক সক্ষমতা, ইত্যাদি সবই কৃষ্ণার চরিত্রে দেখা যায়। উপযুক্ত শরীরচর্চার ফলে সুগঠিত চেহারা, মাতৃভাষা ছাড়াও পাঁচ সাতটা ভাষায় অনর্গল কথা বলার দক্ষতা, অশ্বারোহণ, মোটর চালানো—এ সবই কৃষ্ণা ও শিখার চরিত্রে পাওয়া যায়। একজন যেমন বাবার খুনের প্রতিশোধ নিতে অকুতোভয়, অন্যজন আবার অনায়াসে অপরের হুকুমের পরোয়া না করে নিজের শর্তে জীবনে বাঁচার জন্য দৃঢ় সংকল্প। প্রভাবতী তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন কৃষ্ণা চরিত্রটি। সেই কারণে সেই সময়ের কৃষ্ণা আজকের যুগের অধিকার ও আত্মসম্মান সচেতন, সাহসী স্মার্ট নারীর সমতুল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সে যুগের নারীর ছবির প্রতিফলন ঘটাতে চাননি তাঁর কৃষ্ণা চরিত্রে, বরং কৃষ্ণা হলেন নারী

যা হয়ে উঠতে পারে তারই প্রতিচ্ছবি
জবানীতে তিনি পাঠককে শুনিয়েছে
শিক্ষা পেলে ছেলেদের মতোই কাং
চাই। চিরদিন মেয়েরা অন্ধকারে অনে
চাই। পিছিয়ে নয়, সামনে এগিয়ে চ
মেয়েরা এগিয়ে চলুক, তাদের শক্তি ও
নিজের জীবনের অপূর্ণ স্বপ্নের প্রক
কারণে, তাঁর চরিত্র চিত্রণে কিছুটা ত

যাইহোক, তাঁর কল্পনার নারীর
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নারী গোয়েন্দ
বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, সাহসী, ইত্যা
ইমেজ। সুতরাং নারীর বুদ্ধিমত্তা, দক্ষ
মানসিকতা থেকে গোয়েন্দা প্রমীলা
নামের এক মহিলা গোয়েন্দা শুধু সৃ
করেছেন। যে সিরিজের অন্তর্গত—ব
কৃষ্ণার জয়যাত্রা, ইত্যাদি। উল্লেখ্য, প্র
তৎসংক্রান্ত সাহিত্যকর্ম সেই সময়ে
ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

আমাদের আলোচনার বিষয় এ
সঙ্গে মিতিন মাসির তুলনা। সুতরা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৭ই জুন
আলোচনা করতে পারি। কাহিনি
বুদ্ধিমত্তা, অধিকার, দক্ষতা ও ক্ষম
গার্গীর পুরো নাম গার্গী ব্যানার্জী।
গণিতের ছাত্রী এবং শখের গোয়েন্দা
তার স্বাধীনচেতা মন তাদের সংসা
'ঈর্ষার সবুজ চোখ' উপন্যাসে গার্গী
অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে এবং
বিবাহ করতে।

কাহিনিটি সাদামাটা। কিন্তু কা
ব্যক্তিগত রুচি, ইত্যাদির পরিচয় মে
বিশ্বাসী হলেও লেখক যে পুরুষতা
পারেননি তার প্রমাণ মেলে দাদা-
গার্গীকে সায়ন চৌধুরীর অধীনে নি

নামের সঙ্গে 'সরস্বতী' যুক্ত ছিল না। সাহিত্য
পাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি
বান লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিঘাত
থেকে বঞ্চিত করে। মাত্র নয় বছর বয়সে
ত্যাচার আর নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক বঞ্চনা
নিতে না পেরে সোজা বাপের বাড়িতে ফিরে
ড়তে ফিরে যাননি তিনি। অল্প বয়সে বিবাহ
ড়ে নেয়। যদিও এই অভিঘাত তাঁকে দমাতে
প্রণায় তিনি পড়ে ফেলেন কিটস শেলি ও
লেখা। তিনি তিনশ'র ও বেশি বই, উপন্যাস,
ইনি রচনা করেন। নিজের জীবনের কষ্টের
তে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি নারীকে শিক্ষিত
কথা তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়।
গেয়েছিলেন প্রভাবতী। 'পল্লীসখা' পত্রিকায়
য়েদের শাসন আমাদের দেশে বড়ই কড়া।
ঠার শাসনের তলে থাকিতে হয়। যে সময়টা
রিয়া রাখা হয়।..... অন্য দেশে যে সময়টা
, আমাদের দেশের মেয়েরা সেই সময়ে গৃহের
নি এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন নিজের
ঠেছে নারীর অনাশ্রয় ও অসহায়তার ইতিহাস
ইতিহাস নির্মাণের গল্প। সমাজ নামের নিষ্ঠুর
গানোর গল্প। তাই তাঁর কলমে উঠে আসছিল
বে।

জন্ম আত্মপ্রত্যয়ী নারী গোয়েন্দা কৃষ্ণা আর
প্রচলিত সকল ধারণা অর্থাৎ গোয়েন্দার সকল
দ্যমান মনে করা হতো, যথা, গোয়েন্দাসুলভ
ই কৃষ্ণার চরিত্রে দেখা যায়। উপযুক্ত শরীরচর্চার
ড়াও পাঁচ-সাতটা ভাষায় অনর্গল কথা বলার
া—এ সবই কৃষ্ণা ও শিখার চরিত্রে পাওয়া
প্রতিশোধ নিতে অকুতোভয়, অন্যজন আবার
া না করে নিজের শর্তে জীবনে বাঁচার জন্য
দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন কৃষ্ণা চরিত্রটি। সেই
যুগের অধিকার ও আত্মসম্মান সচেতন, সাহসী
প্রকৃতপক্ষে, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সে যুগের
নি তাঁর কৃষ্ণা চরিত্রে, বরং কৃষ্ণা হলেন নারী



যা হয়ে উঠতে পারে তারই প্রতিচ্ছবি। তাঁর স্বপ্নের নারী তৈরির অভিপ্রায়ে কৃষ্ণার জবানীতে তিনি পাঠককে শুনিয়েছেন— 'মেয়েরাও মানুষ, মেশোমশাই। তারাও শিক্ষা পেলে ছেলেদের মতোই কাজ করতে পারে, আমি শুধু সেইটাই দেখাতে চাই। চিরদিন মেয়েরা অন্ধকারে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। আমি তাদের জাগাতে চাই। পিছিয়ে নয়, সামনে এগিয়ে চলার দিন এসেছে। কাজ করার সময় এসেছে। মেয়েরা এগিয়ে চলুক, তাদের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিক।' বলাবাহুল্য, প্রভাবতীর নিজের জীবনের অপূর্ণ স্বপ্নের প্রকাশ তাঁর এই সাহিত্যকর্ম। যদিও স্বপ্ন হওয়ার কারণে, তাঁর চরিত্র চিত্রণে কিছুটা অতিনাটকীয়তা লক্ষ করা যায়।

যাইহোক, তাঁর কল্পনার নারীর সার্থক চিত্রায়ণের জন্য প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নারী গোয়েন্দা সৃষ্টির। কারণ গোয়েন্দা মানেই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, সাহসী, ইত্যাদি। একধরনের হিরোইক, অতিপ্রাকৃত একটা ইমেজ। সুতরাং নারীর বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, সাহসিকতার ভিতর দিয়ে নারীকে প্রতিষ্ঠার মানসিকতা থেকে গোয়েন্দা প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টি। সেই কারণে, প্রভাবতী দেবী কৃষ্ণা নামের এক মহিলা গোয়েন্দা শুধু সৃষ্টি করেননি, তাকে নিয়ে একটি সিরিজ তৈরি করেছেন। যে সিরিজের অন্তর্গত—কারাগারে কৃষ্ণা, কৃষ্ণার পরিচয়, মায়াবী ও কৃষ্ণা, কৃষ্ণার জয়যাত্রা, ইত্যাদি। উল্লেখ্য, প্রভাবতী দেবীর নারী জাগরণের এই ভাবনা এবং তৎসংক্রান্ত সাহিত্যকর্ম সেই সময়ে পাঠকদের মাঝে, বিশেষত, মহিলাদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

আমাদের আলোচনার বিষয় এখানে অন্যান্য বাঙালি নারী গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে মিতিন মাসির তুলনা। সুতরাং, আমরা সেদিকেই অগ্রসর হব।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৭ই জুন ১৯৪৭) গোয়েন্দা গার্গী চরিত্রটি আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি। কাহিনি পাঠে আমরা দেখি লেখকের মনস্তত্ত্বে নারীর বুদ্ধিমত্তা, অধিকার, দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের বিষয় থেকে চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে। গার্গীর পুরো নাম গার্গী ব্যানার্জী। ডাকনাম মিতুন। সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ছাত্রী এবং শখের গোয়েন্দা। সে প্রথমে দাদা বৌদির পরিবারে থাকত। কিন্তু তার স্বাধীনচেতা মন তাদের সংসারে, তাদের অধীনে বেশিদিন রাখতে পারেনি। 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' উপন্যাসে গার্গীকে আমরা দেখি, সায়ন চৌধুরীকে বধূ হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে এবং দাদা-বৌদির আশ্রয় থেকে বেরিয়ে সায়নকে বিবাহ করতে।

কাহিনিটি সাদামাটা। কিন্তু কাহিনির মধ্যে লেখকের ভাবনা, মন মানসিকতা, ব্যক্তিগত রুচি, ইত্যাদির পরিচয় মেলে। নারীর স্বাধীনতা, অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী হলেও লেখক যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারেননি তার প্রমাণ মেলে দাদা-বৌদির সংসার থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার গার্গীকে সায়ন চৌধুরীর অধীনে নিয়ে গিয়েছেন লেখক। গার্গী গণিতের ছাত্রী হলেও

অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী কিনা তা আমরা জানিনা। অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভর নারীকে যে আসলে পুরুষের গলগ্রহ হয়ে থাকা এবং বিবাহ নামক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা সেই পরনির্ভরশীলতা তৈরির সিস্টেম-এর বিরুদ্ধে লেখক তাঁর কাহিনি ও কেন্দ্রীয় চরিত্রকে দাঁড় করাতে পারেননি। তার কারণ ঐ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে না পারা।

হাংরিয়েলিস্ট গোত্রভুক্ত মলয় রায়চৌধুরী (২৯-শে অক্টোবর ১৯৩৯) তাঁর নোংরা পরি (রিমা খান) মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রটি নির্মাণ করেন রাষ্ট্রের খলনায়কত্ব ও বিবাহ নামক নারীর অস্তিত্ব, ইচ্ছা ও সত্তা ধ্বংসকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি থেকে। ফ্ল্যাশব্যাক বা ডায়েরি লিখনের মাধ্যমে অতি অল্প পরিসরে ভালোবাসা, সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক কূটকচালি আর একটা লোমহর্ষক গোয়েন্দা কাহিনি একসাথে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্র ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা— এই দুই ভিলেনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি নোংরা পরি গোয়েন্দার কবাঘাতে। এটি একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। নোংরা পরি আসলে গোয়েন্দা রিমা খান। তিনি পেশায় একজন পুলিশ, যদিও তিনি সাসপেন্ডেড। গার্গীর মতো কোন সখের গোয়েন্দা নন। তিনি ক্ষমতাশালী, ইনফর্মার-কন্সটেবল প্রয়োগে সমর্থ, ছিঁচকে অপরাধীকে ভয় দেখিয়ে ছোটখাঁটো কাজ করিয়ে নেওয়া, ফরেনসিক অ্যানথ্রপলজিস্টের মতামত নিয়ে আইনত প্রমাণ সাজানো, ইত্যাদি নানান বিষয়ে রিমা খান পারদর্শী।

লেখক এখানে আবিষ্কার করেছেন ভিলেন হিসাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা কত মর্মান্তিক। এটি প্রথম বাংলা উপন্যাস যেখানে আমরা দেখতে পেলাম, একটি নারী গোয়েন্দা কোন ব্যক্তি অপরাধীকে চিহ্নিত করেননি (যা অন্যান্য উপন্যাসে আমরা দেখে থাকি), বরং চিহ্নিত করেছেন রাষ্ট্র নামক সিস্টেমকে অপরাধী হিসাবে। সেই হিসাবে আজকের দিনে মলয় রায়চৌধুরীর উপন্যাসটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্র কীভাবে তুরুপ উপজাতির মানুষদের উৎখাত করে ফেলে খুনি মাফিয়াগিরি করার জন্য। কীভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবসা ও ব্যবসায়িক উদারনীতির শিকার হয় অরণ্যের মানুষ। রাষ্ট্র এইসব মানুষদের কিছুই দেয় না। এদের সমাজ ব্যবসা, নীতিকে রাষ্ট্র স্বীকারই করে না। এদের ভোটাধিকার নেই, পৌরসুবিধা নেই, রাষ্ট্র অনায়াসে একটি পুলিশ চৌকির অন্তর্গত করে ফেলে এইসব মানুষদের। মায়া ও নিরঞ্জন যখন তুরুপ গোষ্ঠীর বাচ্চাদের শিক্ষিত করতে থাকেন, পুলিশ সেই মানবিক প্রচেষ্টাকে অবলীলায় দেগে দেয় — 'ঐ অঞ্চলের ভারসাম্য নষ্টের প্রচেষ্টা বলে'। এভাবে ভিলেন রাষ্ট্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয় একটি প্রেম কাহিনির মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় ভিলেন হল সমাজনীতি। রিমা খান এই ভিলেনকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছিলেন। চিনতে পেরেছিলেন কংকাল প্রেমিকের ঘাতককে। এই ভিলেন তৈরি করেছিল মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যবস্থা ও নীতি। এই ব্যবস্থা ও নীতি ভালোবাসা দেখতে পায় না, নারীর জীবনে ভালোবাসার অভাব, অতৃপ্তি, অপূর্ণতা স্বীকার করতে পারে



না। পবিত্র বিবাহগ্রন্থির নীচে চেপে
কংকাল প্রেমিক তার ভালোবাসার মানু
তাকে হত্যা করা হয় সুপরিকল্পিতভাবে

নারীকে তার নারীত্ব থেকে পুরুষ
কংকাল প্রেমিক পরমযত্নে ধুইয়ে দেন প্রে
পর। এই স্পর্শ আমাদের পরিচিত যৌ
পুরুষতান্ত্রিকতা তা মানতে পারে না।

মেয়েদের যৌনতাকে সমাজ সাধ
ঢেকে যাওয়া আকাশটাকে টেনে নিয়ে
(সেক্স টয়) ব্যবহার করে তার কাম রি
হয়, যা তার নারীত্বের চাহিদা, নারীর নি
পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তা মানতে পারে ন

এই উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনিটি
থেকে অশ্লীলতার আশ্রয়ে গড়ে ওঠে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের মিতিন মাসি বাংল
মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র। প্রভাবতী দেবী
বিবাহ হয়। কিন্তু এই ঘটনা প্রভাবতীর
ফেলেনি। ফলে জীবন ও নারীদের স
ভিন্নতর। অল্প বয়সে বিবাহ হলেও তি
চাকরিও করতেন। তিনি দাম্পত্য জীবনে
সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তি
নয়, জীবন সম্পর্কে একটা প্রত্যয়দীপ্ত
ফলে জীবনের নানা ঘটনা তাঁকে গভীর ন
করেনি। সংসারে নারী পুরুষ উভয়ের ভ
ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাহিত্যে
পাঠক— নারী পুরুষ, সকল মত ও প

মিতিন মাসি চরিত্রটি লেখকে
'পালাবার পথ নেই' নামক একটি প্রাপ্ত
আবির্ভাব ঘটে। তবে পরবর্তীকালে ২
শিশুদের জন্য প্রকাশিত হওয়ার পর থে
বিভিন্ন সিরিজে সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের ২৫
করেছে। শেষ যে সিরিজে মিতিন মাসি
পুথি'।

আমরা জানিনা। অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভর
: হয়ে থাকা এবং বিবাহ নামক প্রাতিষ্ঠানিক
রির সিস্টেম-এর বিরুদ্ধে লেখক তাঁর কাহিনি
রননি। তার কারণ ঐ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা

রায়চৌধুরী (২৯-শে অক্টোবর ১৯৩৯) তাঁর
ন্দা চরিত্রটি নির্মাণ করেন রাষ্ট্রের খলনায়কত্ব
ও সত্তা ধ্বংসকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গভীর
ব্যাক বা ডায়েরি লিখনের মাধ্যমে অতি অল্প
, রাজনৈতিক কূটকচালি আর একটা লোমহর্ষক
ছেন। রাষ্ট্র ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা—
ছেন তিনি নোংরা পরি গোয়েন্দার কষাঘাতে।
রি আসলে গোয়েন্দা রিমা খান। তিনি পেশায়
ড। গার্গীর মতো কোন সখের গোয়েন্দা নন।
াল প্রয়োগে সমর্থ, ছিঁচকে অপরাধীকে ভয়
ওয়া, ফরেনসিক অ্যানথ্রপলজিস্টের মতামত
দি নানান বিষয়ে রিমা খান পারদর্শী।

ছেন ভিলেন হিসাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা কত
যেখানে আমরা দেখতে পেলাম, একটি নারী
ইত করেননি (যা অন্যান্য উপন্যাসে আমরা
রাষ্ট্র নামক সিস্টেমকে অপরাধী হিসাবে।
রায়চৌধুরীর উপন্যাসটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।
দের উৎখাত করে ফেলে খুনি মাফিয়াগিরি
ব্যবসা ও ব্যবসায়িক উদারনীতির শিকার হয়
দের কিছুই দেয় না। এদের সমাজ ব্যবসা,
র ভোটাধিকার নেই, পৌরসুবিধা নেই, রাষ্ট্র
র্গত করে ফেলে এইসব মানুষদের। মায়া ও
শিক্ষিত করতে থাকেন, পুলিশ সেই মানবিক
ঐ অঞ্চলের ভারসাম্য নষ্টের প্রচেষ্টা বলে'।
ত হয় একটি প্রেম কাহিনির মধ্য দিয়ে।

রিমা খান এই ভিলেনকে সঠিকভাবে চিনতে
কাল প্রেমিকের ঘাতককে। এই ভিলেন তৈরি
তি। এই ব্যবস্থা ও নীতি ভালোবাসা দেখতে
ভাব, অতৃপ্তি, অপূর্ণতা স্বীকার করতে পারে



না। পবিত্র বিবাহগ্রন্থির নীচে চেপে রাখতে চায় সব রকম অতৃপ্তির চিৎকার। কংকাল প্রেমিক তার ভালোবাসার মানুষকে সেই গ্রন্থিমুক্ত করতে চেয়েছিল, তাই তাকে হত্যা করা হয় সুপরিকল্পিতভাবে।

নারীকে তার নারীত্ব থেকে পুরুষ আর সমাজ যখন ছিনিয়ে নিচ্ছে, তখনই কংকাল প্রেমিক পরমযত্নে ধুইয়ে দেন প্রেমিকার অঙ্গ, প্রেমিকার অনুজ্ঞায়, ঋতুস্রাবের পর। এই স্পর্শ আমাদের পরিচিত যৌনতার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু সমাজ ও পুরুষতান্ত্রিকতা তা মানতে পারে না।

মেয়েদের যৌনতাকে সমাজ সাধারণত অশ্লীল মনে করে। ঔপন্যাসিক সেই ঢেকে যাওয়া আকাশটাকে টেনে নিয়ে এসেছেন অনেকখানি। রিমা খান ডিলডো (সেক্স টয়) ব্যবহার করে তার কাম রিপুর তৃপ্তি অনুভব করে, খুশি হয়, ফুরফুরে হয়, যা তার নারীত্বের চাহিদা, নারীর নিজস্ব অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়। অথচ অসহিষ্ণু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তা মানতে পারে না, তাই তার নাম দেয় 'নোংরা পরি'।

এই উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনিটি এভাবে লেখকের নারীবাদ ও মানবতাবাদ থেকে অশ্লীলতার আশ্রয়ে গড়ে ওঠে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের মিতিন মাসি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ও সর্বাধিক জনপ্রিয় মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মতো সুচিত্রারও অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয়। কিন্তু এই ঘটনা প্রভাবতীর মতো তাঁর জীবনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি। ফলে জীবন ও নারীদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমজনের থেকে ভিন্নতর। অল্প বয়সে বিবাহ হলেও তিনি পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন, সরকারি চাকরিও করতেন। তিনি দাম্পত্য জীবনে একজন সুখী মানুষ ছিলেন এবং সংসারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তিনি জীবনকে শুধু উপভোগ করেছিলেন তা নয়, জীবন সম্পর্কে একটা প্রত্যয়দীপ্ত ইতিবাচক ভাবনার বিকাশ ঘটে তাঁর মধ্যে। ফলে জীবনের নানা ঘটনা তাঁকে গভীর নারীচেতনা সম্পন্ন করলেও কখনও নারীবাদী করেনি। সংসারে নারী পুরুষ উভয়ের অধিকারকে তিনি স্বীকৃতি দিয়ে এক অসামান্য ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্ম, উপন্যাসে। তাই সমাজের সব ধরনের পাঠক— নারী পুরুষ, সকল মত ও পথের মানুষ সুচিত্রার গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠেন।

মিতিন মাসি চরিত্রটি লেখকের সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি হয়েছে। 'পালাবার পথ নেই' নামক একটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত উপন্যাসে প্রথম তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তবে পরবর্তীকালে ২০০২ সালে 'সারন্ডায় শয়তান' উপন্যাসে শিশুদের জন্য প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এই গোয়েন্দা চরিত্রটি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সিরিজে সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের ২০১৫ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেছে। শেষ যে সিরিজে মিতিন মাসিকে আমরা পাই সেটি হল 'স্যান্ডর সাহেবের পুঁথি'।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে অন্যান্য নারী গোয়েন্দার স্রষ্টার তফাৎ শুধু জীবনের প্রতি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, বরং জীবনকে রাজনীতি, অর্থনীতি কিম্বা কোন জটিল সমীকরণে তিনি দেখতে চাননি। যে কারণে মলয় রায়চৌধুরীর নোংরা পরি চরিত্রের বিশ্লেষণে লেখকের রাজনীতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ, রাষ্ট্রের অন্যায়ের প্রতি এক প্রকারের ক্ষোভ, প্রবল বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন কিছুর পরিচয় সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের লেখনীতে পাই না। তেমনিভাবে নারীর প্রতি একটা সদর্থক মানসিকতা, মমত্ববোধ থাকলেও, নারীর অশ্লীলতা বা অসদযৌন-জীবনের প্রতি তাঁর লেখায় সমর্থন মেলে না। তিনি বরং ভীষণরকম সামাজিক ও পারিবারিক সম্ভবত সুচিত্রার এমন এক মন ও শিল্পী সত্তা ছিল, যা জীবনের সবকিছুতে কদর্যত নয়, সুন্দরের সন্ধান পেয়েছিল।

সুচিত্রা সবদিকে আধুনিক, প্রগতিশীল। বরং বলা ভালো, তিনি ছিলে সৃজনশীলতার পক্ষে, সদর্থক প্রগতিবাদী। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র মিতিন মাসি কলকাতা ঢাকুরিয়াতে থাকেন। অর্থাৎ, তিনি কসমোপলিটান জীবনের সঙ্গে সম্যক পরিচিত

মিতিন মাসি— এই নামটি শোনামাত্রই আমাদের কল্পনায় হয়তো কোন শাণি চেহারার বুদ্ধিদীপ্ত যুবতী গোয়েন্দার ছবি ভেসে উঠবে না, যেমন গোয়েন্দা গার্গী নাম শুনলে ভেসে ওঠে। তবে নাম দিয়ে চরিত্র বিচার করা এক ধরনের বাড়াবাড়ি কারণ, ফেলু মিত্তির নাম দিয়ে যেমন প্রদোষ চন্দ্র মিত্রের (প্রদোষ সি মিটার) ধুস কোষ আর টেলিপ্যাথির জোর বিচার করা যায় না, তেমনি মিতিন মাসি নাম দি প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়ের যোগ্যতা, ধীশক্তি ও সাহসিকতা বিচার অনুচিত হ

প্রজ্ঞাপারমিতার জ্ঞান ও যোগ্যতার সত্যিই কোন তুলনা হয় না। ফরেনসি বিজ্ঞান, অপরাধীদের মনঃস্তত্ত্ব, আধুনিক অথবা প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে সুস্প ধারণা, দেশ বিদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোককথা, শারীরবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, মোটা নিজের কাজের প্রয়োজন এমন অধিকাংশ বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান আছে। আ রান্না বান্না, ঘর গোছানো, বাচ্চা সামলানো সবেতেই তিনি পটু। তিনি কে বুদ্ধি-বিদ্যায় পারদর্শী নন, মধ্য ত্রিশের মিতিন মাসি শরীরচর্চায়ও দক্ষ। ক্যারা খুটিনাটি, প্যাচপয়জারও তাঁর নখদর্পণে। পরিস্থিতির প্রয়োজনে শান্ত স্বভা মিতিন মাসি মারপিটেও ওস্তাদ। তাঁর সঙ্গে একটা রিভলবারও থাকে।

তিনি গাড়ি চালানো থেকে কম্পিউটার চালানো এবং স্মার্টফোনের সব র ব্যবহারও জানেন।

মাসি ভ্রমণ পিপাসুও। বোনঝি টুপুরকে (ঐন্দ্রিলা) নিয়ে তিনি বেড়াতে যান। সেখানেও তিনি গোয়েন্দাগিরিতে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর ইঁ হাসের জ্ঞা প্রসংশাযোগ্য। প্রতিটি কাহিনিতে ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার ঘনঘটা। কলকা ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি আর নানান ঐতিহাসিক কাহিনির সমাবেশ মিতিন মা ইতিহাসবোধ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত সংখ্য



সম্প্রদায়, যথা, ইহুদী, আর্মেনিয়, পার্সা
মূল্যবান ঘটনা মিতিন মাসির কাহিনি যে

এই বিষয়গুলি থেকে বোঝা যায়,
ঐতিহাসিক মননশীলতার ছাপ মিতিন মা
ও যুগোপযোগী সাহিত্যিক ও মিতিন ম
স্বকীয়তা দিয়েছে।

সূত্রনির্দেশ :

১। ব্যোমকেশের ডায়েরী : শরদিন্দু বন্দ্যোপ মুদ্রণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

২। The Use of Poetry and Use of Criticism Cambridge, 1964.

৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী : নারী গোয়েন্দ ফেরী, ২০২১।

৪। গোয়েন্দা কৃষ্ণা : প্রভাবতী দেবী সরস্বতী লিঃ।

৫। 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র : তপন-বন্দ্যোপা ডিটেকটিভ নোংরা পরির কঙ্কাল প্রেমি org>wiki.

৬। তবু তাঁকে মেয়েদের লেখক বলব : যে শনিবার, ২০ মে ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৪।

৭। সুচিত্রাকে মনে করে : বাণী বসু : কথান কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৪

৮। ভূমিকা, চলচ্চিত্রায়িত কাহিনি : প্রতিভ কলকাতা- ৭০০০৭৩, এপ্রিল ২০১৭।

৯। সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস ও নারীচেত বর্ধমান, ২০১৮।

১০। সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের কথাজগৎ : অধ্যাপ বর্মন (সম্পাদিত), ইউনাইটেড বুক এ

১১। সুচিত্রা ভট্টাচার্য : স্রষ্ঠা ও সৃষ্টি, সম্প হাউস, কলকাতা, অক্টোবর ২০২২।

১২। বর্ণময় : সুচিত্রা ভট্টাচার্য, লালমাটি প্র

অন্যান্য নারী গোয়েন্দার স্রষ্টার তফাৎ শুধু জীবনের
, বরং জীবনকে রাজনীতি, অর্থনীতি কিম্বা কোন
চাননি। যে কারণে মলয় রায়চৌধুরীর নোংরা পরি
জনীতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ, রাষ্ট্রের অন্যায়ের
বল বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন কিছুর পরিচয়
াই না। তেমনিভাবে নারীর প্রতি একটা সদর্থক
নারীর অশ্লীলতা বা অসদযৌন-জীবনের প্রতি
তিনি বরং ভীষণরকম সামাজিক ও পারিবারিক।
শিল্পী সত্তা ছিল, যা জীবনের সবকিছুতে কদর্যতা

ক, প্রগতিশীল। বরং বলা ভালো, তিনি ছিলেন
বাদী। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র মিতিন মাসি কলকাতার
কসমোপলিটান জীবনের সঙ্গে সম্যক পরিচিত।
গানামাত্রই আমাদের কল্পনায় হয়তো কোন শাণিত
র ছবি ভেসে উঠবে না, যেমন গোয়েন্দা গার্গীর
দিয়ে চরিত্র বিচার করা এক ধরনের বাড়াবাড়ি।
মন প্রদোষ চন্দ্র মিত্রের (প্রদোষ সি মিটার) ধূসর
ার করা যায় না, তেমনি মিতিন মাসি নাম দিয়ে
াতা, ধীশক্তি ও সাহসিকতা বিচার অনুচিত হবে।
গ্যতার সত্যিই কোন তুলনা হয় না। ফরেনসিক
াধুনিক অথবা প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট
তিহ্য, লোককথা, শারীরবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, মোটামুটি
বেকাংশ বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান আছে। আবার
সামলানো সবেতেই তিনি পটু। তিনি কেবল
শের মিতিন মাসি শরীরচর্চায়ও দক্ষ। ক্যারাটের
র্পণে। পরিস্থিতির প্রয়োজনে শান্ত স্বভাবের
ার সঙ্গে একটা রিভলবারও থাকে।
ম্পিউটার চালানো এবং স্মার্টফোনের সব রকম

া টুপুরকে (ঐন্দ্রিলা) নিয়ে তিনি বেড়াতেও
তে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর ইতিহাসের জ্ঞানও
তিহাসিক ঘটনার বর্ণনার ঘনঘটা। কলকাতার
তিহাসিক কাহিনির সমাবেশ মিতিন মাসির
ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত সংখ্যালঘু



সম্প্রদায়, যথা, ইহুদী, আর্মেনিয়, পারসিক, চীনা ও জৈনদের নানা অজানা ও মূল্যবান ঘটনা মিতিন মাসির কাহিনি থেকে জানা যায়।

এই বিষয়গুলি থেকে বোঝা যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের উদার, আধুনিক ও ঐতিহাসিক মননশীলতার ছাপ মিতিন মাসি চরিত্রে পাওয়া যায়, যা তাঁকে সৃজনশীল ও যুগোপযোগী সাহিত্যিক ও মিতিন মাসি নামক নারী গোয়েন্দার স্রষ্টা হিসাবে স্বকীয়তা দিয়েছে।

---

সূত্রনির্দেশ :


১। ব্যোমকেশের ডায়েরী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা-৬, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

২। The Use of Poetry and Use of Criticism, Preface, T. S Eliot, Harvard University Press, Cambridge, 1964.

৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী : নারী গোয়েন্দার অমর স্রষ্টা, ডঃ আফরোজ পারভীন, প্রভাত ফেরী, ২০২১।

৪। গোয়েন্দা কৃষ্ণা : প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বর্ণিতা চট্টোপাধ্যায় (স.), দেবসাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ।

৫। 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র : তপন-বন্দ্যোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশিং, ২০১৩

৬। ডিটেকটিভ নোংরা পরির কঙ্কাল প্রেমিক : মলয় রায়চৌধুরী, https:// bn.m.wikipedia.org>wiki.

৭। তবু তাঁকে মেয়েদের লেখক বলব : যশোধরা রায়চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, শনিবার, ২০ মে ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৪।

৮। সুচিত্রাকে মনে করে : বাণী বসু : কথানদী সুচিত্রা : কুনাল বন্দোপাধ্যায় (স.), পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৪

৯। ভূমিকা, চলচিত্রায়িত কাহিনি : প্রতিভা বসু ও দময়ন্তী বসু সিং (স.), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, এপ্রিল ২০১৭।

১০। সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস ও নারীচেতনা : তুলতুল নন্দী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাপবাগ, বর্ধমান, ২০১৮।

১১। সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের কথাজগৎ : অধ্যাপক বিকাশ রায়, ড. অর্পিতা রায়চৌধুরী ও বিপ্লব বর্মন (সম্পাদিত), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১, কলেজ রো, কলকাতা।

১২। সুচিত্রা ভট্টাচার্য : স্রষ্ঠা ও সৃষ্টি, সম্পাদক সনৎ পান ও গৌতম জানা, ডাভ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, অক্টোবর ২০২২।

১৩। বর্ণময় : সুচিত্রা ভট্টাচার্য, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা।